রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ২৪, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৯ শ্রাবণ, ১৪২৩ মোতাবেক ২৪ জুলাই, ২০১৬

নিম্নলিখিত বিলটি ০৯ শ্রাবণ, ১৪২৩ মোতাবেক ২৪ জুলাই, ২০১৬ তারিখে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হইয়াছে:—

বা. জা. স. বিল নং ৩৩/২০১৬

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ সংশোধনকল্পে আনীত বিল

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৫ নং আইন) এর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০১২ সনের ১৫ নম্বর আইনের দীর্ঘ শিরোনাম এর সংশোধন।**—প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৫ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লেখিত, এর দীর্ঘ শিরোনামে উল্লেখিত "নিশ্চিত" শব্দটির পর "এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩। **২০১২ সনের ১৫ নম্বর আইনের প্রস্তাবনা এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত "নিশ্চিত" শব্দটির পর "এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

৪। **২০১২ সনের ১৫ নম্বর আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২ এর দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঘঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(ঘঘ) "পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়, এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া ঘোষিত কোন ইনস্টিটিউটও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;"।

৫। **২০১২ সনের ১৫ নম্বর আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর দফা—

(ক) (ক) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(কক) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. বা পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান;";

(খ) (ঘ) তে উল্লেখিত "উপবৃত্তির" শব্দটির পরিবর্তে " ফেলোশিপ, বৃত্তি বা উপবৃত্তির" শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) (ঞ) এর প্রান্তস্থিত " ।" দাড়ি চিহ্নটির পরিবর্তে ";" সেমিকোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং নিম্নরূপ নূতন দফা (ট) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(ট) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নীতিমালা প্রণয়ন।"।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৫ নং আইন) এ গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা সহায়তার বিষয়টি না থাকায় একটি সমন্বিত বৃত্তি প্রদান নীতিমালা প্রণয়নের জন্য উক্ত আইনে গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা সহায়তার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

এ লক্ষে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬' বিল আকারে জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা হলো।

নুরুল ইসলাম নাহিদ
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd